দৈনিক বাংলা

C53

তারিখ 13 JUN 1987
পৃষ্ঠা 5 কলাম 1

অভিজ্ঞতার স্কুল

চাকরি পাওয়া নিয়ে বিপত্তির শেষ নেই। পরীক্ষায় পাস হলেই চাকরি হবে তার কোন নিশ্চয়তা নেই। সঠিক সময়ে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া যাবে সে প্রশ্ন এখন অবান্তর। সাধারণভাবে চার বছরের বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রম শেষ করতে এখন ছয় বছর লাগে। ছয় বছরে বিশ্ববিদ্যালয়ের গন্ডি পেরিয়ে আসাও এখন ভাগ্যের কথা।

তবে এ ভাগ্যও নিভেজাল ভাগ্য নয়। এর সাথেও দুর্ভাগ্য জড়িয়ে আছে। দুর্ভাগ্য হচ্ছে বয়স বেড়ে যাওয়া। সরকারী বেসরকারী সকল চাকরির সাথেই বয়সের একটি সম্পর্ক আছে। এই বয়সের দরুনই যোগ্য প্রার্থী অনেক সময় যোগ্য চাকরি পায় না। এরপর আছে দেনদরবার ও তদবির। সেকথা বলাই বাহুল্য।

তবে ঝামেলার এখানেই শেষ নয়। সেই ঝামেলা নিয়ে এক অভিনব প্রস্তাব দিয়েছেন একজন পত্রলেখক। পত্রলেখক প্রশ্ন করেছেন, চাকরিতে যে অভিজ্ঞতা চাওয়া হয় তার সংজ্ঞা কি? কারণ চাকরির রকমফের আছে। বিভিন্ন শাখা আছে। ঠিক চাকরিমাফিক আমাদের দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা দেয়া হয় না। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাধারণ শিক্ষা নিয়েই অধিকাংশ ছাত্র চাকরিপ্রার্থী হয়। চাকরির জন্য পরীক্ষা দেয়। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারলে হয়তবা চাকরি জুটে যায়।

কিন্তু পূর্ব অভিজ্ঞতার প্রশ্ন উঠলেই ভিন্ন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। চাকরির সুযোগ সীমিত হয়ে যায়। এ ধরনের শর্ত থাকার অর্থ হচ্ছে পূর্বে যারা এ ধরনের চাকরি করেছে তারাই শুধু চাকরিপ্রার্থী হতে পারবে। কারণ কোথাও চাকরি না করলে এ ধরনের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় সম্ভব নয় বা এ ধরনের অভিজ্ঞতার সার্টিফিকেট পাওয়া যায় না।

তাই পত্রলেখকের প্রস্তাব হচ্ছে পূর্ব অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য একটা কিছু করা হোক। বিভিন্ন চাকরির যোগ্য হওয়ার জন্য বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হোক। পত্রলেখক প্রস্তাব করেছেন অভিজ্ঞতার স্কুল খোলার জন্য। অর্থাৎ এ স্কুলে পূর্ব অভিজ্ঞতা অর্জনের ব্যবস্থা করা হবে।

পত্রলেখকের প্রস্তাবটি হাল্কা বা হাস্যকর মনে হতে পারে। মনে হতে পারে চাকরি পাওয়ায় ব্যর্থতার খেদোক্তি। হয়তবা গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করে এ প্রস্তাব তিনি পেশ করেননি। তবুও আমাদের মনে হয় এই প্রস্তাবের সারবত্তা আছে। আমাদের মত সদ্যস্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশে সমস্যা অনেক। অনিবার্য কারণে শিল্পায়নের দিক থেকে আমরা পশ্চাদপদ। কিন্তু জনসংখ্যা বাড়ছে—বাড়ছে শিক্ষিত জনশক্তি চাহিদা। কিন্তু স্বাভাবিক কারণেই এই জনশক্তিকে সঠিকভাবে ব্যবহার করার সুযোগের অভাব আছে আমাদের দেশে। আমাদের দেশে হঠাৎ করে অভিজ্ঞ জনশক্তি পাওয়াও মুশকিল। অথচ দক্ষতা এবং অভিজ্ঞতার প্রয়োজন অনস্বীকার্য। সে পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের মনে হয় পত্রলেখকের প্রস্তাবটিকে ভিন্নভাবে দেখা যায়।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন শিল্প কলকারখানায় বীমা এবং ব্যাংকে শিক্ষানবিসির ব্যবস্থা আছে। এই শিক্ষানবিসদের মধ্য থেকেই পরবর্তীকালে দক্ষ কর্মচারী সংগ্রহ করা হয়। শিক্ষানবিসির কালে এদের নির্দিষ্ট পরিমাণ ভাতা ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা দেয়া হয়। এখনও আমাদের দেশে ব্যাংকের চাকরিতে কিছুটা শিক্ষানবিসির সুযোগ আছে। কিন্তু তাও সীমাবদ্ধ এবং চাকরিতে নিযুক্তির পর। আমরা মনে করি, চটকল, বস্ত্রকল, জাহাজ নির্মাণ কারখানা, সার কারখানা, রাসায়নিক কারখানাসহ বিভিন্ন শিল্পকারখানায় শিক্ষানবিসদের জন্য প্রশিক্ষণ স্কুল খোলা যায়। এখানে ছাত্রভর্তি করা যায় এবং প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষ কারিগর সৃষ্টি করা যায়। সেই পটভূমিতে পত্রলেখকের প্রস্তাবটি মূল্যায়ন করা হলে আমাদের মনে হয় অভিজ্ঞতার সমস্যার অনেকটা সুরাহা হতে পারে। একথা সত্য যে সকলেই দক্ষ এবং অভিজ্ঞ কর্মচারী চাইবে। আবার নতুনদের হাতকেও কর্মীর হাতে পরিণত করতে হবে। তাই এ ধরনের উদ্যোগ নিলে সমস্যার অন্তত কিছুটা সমাধান হবে বলে আমরা মনে করি।